গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২১ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৯/০১/২০২২ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Application Platform.
উপস্থিতি	সভায় অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ ও কার্যক্রম বিভাগ, এনইসি-একনেক অনুবিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও অর্থ, কারা, উন্নয়ন, মাদক, অগ্নি), যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র), উপসচিব (পরিকল্পনা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সকল প্রকল্প পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালানার জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)কে অনুরোধ করেন।

০২। সভায় গত ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর, ২০২১ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১৭৯.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যার পুরোটাই জিওবি খাতে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ৩৮৮.৫২ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩২.৯৪% এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮.৭২ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৪.৯৮% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ১৫.১১%। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৬০.৩৮ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৯৫.২০ কোটি, টাকা যা বরাদ্দের ২৬.৪১%। প্রকল্পের অনুকূলে এ সময়কালে ব্যয় হয়েছে মোট ১৮.৬১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫.১৬% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ১৯.৫৪%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ০.০১ কোটি টাকা এবং কোন অবমুক্ত ও ব্যয় হয়নি। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৮৬.৮৩ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১৩৮.৩২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৮.৪১%। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৩১.৮৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬.৫৪ % এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ২৩.০১%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৩২.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১৫৫.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৬.৬৮%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮.২৭ কোটি

টাকা, যা বরাদ্দের ২.৪৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৫.৩৩%।

০৫। **বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:**

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলছে। রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এর স্থাপনাসমূহে ৯০% এবং চট্টগ্রামের ৮০% ভৌত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প হতে ২৯ প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের বিষয়ে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে এবং উপকরণসমূহ যথাযথভাবে সংগ্রহপূর্বক মার্চের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যাবে মর্মে জানান। প্রকল্পের জন্য থোক হতে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সভাপতি বলেন, উপকরণ সংগ্রেহের জন্য দীর্ঘসময় ক্ষেপন করার পর টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত করতে হবে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রকল্পের মেয়াদ আর বাড়ানোর সুযোগ নেই মন্তব্য করে সভাপতি বলেন, প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাবদিহি করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিআর অনুযায়ী মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে মানসম্মত মালামাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাবদিহি করতে হবে;

(ঙ) চাহিদা অনুযায়ী বাকী অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য ২৫ জানুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে প্রস্তাব দিতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমুহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১.	মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	গত ০২/১১/২০২১ তারিখের যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ২/৩টি কমিটি করা হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি নির্ভর উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে মর্মে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান। জানুযারীর মধ্যে ডিপিপি প্রেরনের জন্য সিদ্ধান্ত হয়।
২.	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ (০১/০১/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৯/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	মাদকাসক্ত শনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়) (০১/০১/২০২১ থেকে ২৪/০৬/২০২৪)	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান যে, ০৮/০৭/২০২১ তারিখে প্রকল্পের পিইসি সভা হয়েছে। নীতিমালা তৈরির জন্য এটি প্রেরণ করা যাচ্ছে না, যা লেজিসলেটিভ বিভাগে পেন্ডিং রয়েছে।
৪.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০১/০২০২০ থেকে ০১/০৬/২০২৩)	নকশা অনুমোদিত হয়েছে। সাইট প্লান অনুযায়ী সয়েল টেস্টের কাজ চলছে।

৫.	"০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (০১/০১/২০২১ থেকে ০১/০৬/২০২৩)	০৮/০৭/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯টি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী লে-আউটসহ প্রস্তাব দেয়ার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। রংপুরের জমি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে ও ময়মনসিংহ বিভাগে জমি নির্বাচন নিয়ে কিছুটা জটিলতা থাকায় ডিপিপি পুনর্গঠনে বিলম্ব হচ্ছে মর্মে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান।

৬। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহঃ

বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩১২.০০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ বুকলেট আমদানী এবং সিডি ভ্যাট-এর ডিফার্ড পেমেন্টের জন্য RADP-তে অতিরিক্ত ৪৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তিনি সভায় জানান, প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, মেইনটেনেন্স এর ব্যাপারে Veridos GmbH-এর সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তার প্রেক্ষিতে যে সকল ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বলেন, সার্ভারের কানেকটিভিটি সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং false booking কিভাবে দূর করা যায় তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমাধান করতে হবে। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বলেন, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহে ই-পাসপোর্ট rollout কার্যক্রম এ পর্যন্ত ০৯টি সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী জুন,২০২২ এর মধ্যে প্রায় ৪০টি মিশনে চালু করার লক্ষমাত্রা রয়েছে। সভাপতি, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের বিদায়ী প্রকল্প পরিচালকের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করেন এবং নতুন প্রকল্প পরিচালক-কে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) মধ্যপ্রাচ্যে ই- পাসপোর্টের সমান্তরালে MRP কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।

(খ) চাহিদা অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ রেডিবুক ক্রয় পিপিআর এর বিধান অনুযায়ী করতে হবে।

(গ) প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

(ঘ) অধিদপ্তর হতে আগামী মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে ডিপিপি সংশোধন সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর সমস্যাবলি দ্রুত সমাধান করতে হবে।

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পের ৪টি পিএসসি ও ৪টি পিআইসি সভা করতে হবে।

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭.০০ কোটি টাকা। তবে প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের জন্য জমি সংক্রান্ত মামলার রায় সরকার পক্ষে হয়েছে এবং রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানান, গাজীপুরে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণে ঠিকাদারকে দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, আগামী সভায় প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ উপস্থাপন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, টেন্ডার কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে তবে আরডিপিপি

অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রতিটি কাজের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আরডিপিপিতে পৃথকভাবে সংযুক্ত করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের অবশিষ্ট অফিস নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে তবে আরডিপিপি সংশোধনের পূর্বে কার্যাদেশ দেওয়া যাবে না;

(গ) গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের রোডম্যাপ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত/বরাদ্দপ্রাপ্ত জমি প্রকল্প পরিচালক ও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শন করত: বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রগ্রতি
১.	Implemention of e-Visa Bangladesh (০১.০৭.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৬)(উচ্চ অগ্রাধিকার)	সভাপতি জানান, ই-ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য G2G ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
২.	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের এর জন্য আধুনিক প্রশিক্ষন নির্মাণ (০১.১২.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জানান, ঢাকার কেরানিগঞ্জে একটি ভালো জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ঢাকা ভূমি মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করেছেন। সভাপতি বলেন, জায়গাটির প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৭। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমূহঃ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সদ্য যোগদানকৃত পরিচালক (পরিকল্পনা) ও অতিরিক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত বিবেচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের ১৮টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ২০টি স্টেশন নির্মাণ চলমান রয়েছে বাকি ০৮টি স্টেশনের জমি অধিগ্রহণের কাজ আগামী মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সম্প্রতি প্রকল্পের জন্য থোক হতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) স্টেশনসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মানসম্মতভাবে নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) উদ্বোধনের জন্য প্রেরীত প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল স্টেশনের নির্মাণ কাজ/ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসন করতে হবে এবং কোন সমস্যা থাকলেও তা দূরীভূত করতে হবে। প্রয়োজনে সেগুলো পুনরায় যাচাই করে কোন সমস্যা থাকলে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।

(ঘ) চাহিদা অনুযায়ী বাকী অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য ২৫ জানুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব দিতে হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনা

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে ১৪৩টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে ১২৩টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ৮৫টি চালু হয়েছে, ৯টি এক সপ্তাহের মধ্যে চালু হবে এবং ২৭টি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। ২৫টি স্টেশন উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন যে, গণপূর্ত এর প্রায় সকল কাজ কর্মপরিকল্পনা থেকে ২/৩ মাস করে পিছিয়ে আছে। এ পর্যায়ে জানুয়ারির মধ্যে ১৭টি ও মার্চের মধ্যে বাকি ৩টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এছাড়া প্রকল্পের জন্য এ বিভাগের থোক হতে বরাদ্দ পাওয়া গেছে বিধায় কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না বিবেচনায় নিয়ে মার্চ ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) উদ্বোধনের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল স্টেশনের নির্মাণ কাজ/ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসন করতে হবে এবং কোন সমস্যা থাকলেও তা দূরীভূত করতে হবে। প্রয়োজনে সেগুলো পুনরায় যাচাই করে কোন সমস্যা থাকলে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) স্টেশনসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও মানসম্মতভাবে নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঘ) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াগুলো ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

(ঙ) চাহিদা অনুযায়ী বাকী অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য ২৫ জানুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব দিতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ৯টি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয় সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে হেভি রেসকিউ বোট বুঝে নেবার জন্য ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে খুলনা শীপইয়ার্ড হতে পত্র পাওয়া গেছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে নির্ধারিত কমিটি সেগুলো যাচাই করেছে, তবে এটি পরিচালনার জ্য ১০ দিনের প্রশিক্ষণ বাকি রয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা থাকলেও দেরিতে পত্র প্রেরণের জন্য তা করা সম্ভব হয়নি। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের এতো সময় পরও যথাসময়ে বোটগুলো সংগ্রহের প্রক্রিয়া শেষ না করার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রকল্প যথাসময়ে উপকরণ সংগ্রহ না করার জন্য জটিলতা হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য উপকরণ পিপিআর অনুযায়ী মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং

প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করতে হবে;

(খ) ডুবুরীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হবে বিবেচনায় নিয়ে অধিদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) চাহিদা অনুযায়ী বাকী অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য ২৫ জানুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব দিতে হবে;

(ঙ) প্রকল্প যথাসময়ে উপকরণ সংগ্রহ না করার জন্য জটিলতা হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ২টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৭টি স্টেশনের কাজ জুন/২০২১ এর মধ্যে শেষ হবে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে মডার্ণ ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে ও জানুয়ারির মধ্যে কাজ শুরু করা যাবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) এই প্রকল্পের আওতায় ০৩টি স্টেশন নির্মাণের জন্য এপিএতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এই লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন;

(গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের স্থানসমূহ পরিদর্শন করবেন ও মানসম্মতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করবেন;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঙ) চাহিদা অনুযায়ী অর্থ সমর্পনের প্রয়োজন হলে অন্য প্রকল্পে উপযোজনের মাধ্যমে সমর্পনের জন্য ২৫ জানুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব দিতে হবে।

Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটির মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ছিল, যা ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো কাজ ৯০% সম্পূর্ণ হয়েছে এবং জানুয়ারি, ২০২২ এর মধ্যে মূল অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হবে। যন্ত্রপাতি মে/জুন ২০২২ এর মধ্যে স্থাপন করা হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পর সফটওয়্যার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের পূর্বে মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে ভৌত অব-কাঠামো বিভাগের সঙ্গে প্রকল্প পরিচালক যোগাযোগ করবেন ও পরবর্তী সভায় এ সংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত করবেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	গণপূর্ত বিভাগকে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণসহ ডিপিপিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট হালনাগাদ করে অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।
২.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) (০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৩)	১৫/১১/২০২১ তারিখ পিইসি সভা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	০২/১২/২০২১ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৪.	৩১টি স্থানে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	নতুন প্রকল্প হিসাবে সবুজ পাতায় ও অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

৮। কারা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটির ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় আরডিপিপিতে যে সকল অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সে সকল অংগের দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, আরডিপিপি অনুমোদনের আগেই টেন্ডারের প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন যাতে আরডিপিপি অনুমোদিত হওয়ার পরপরই কার্যাদেশ প্রদান করা যায়।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত অংগসমুহের দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে আরডিপিপি অনুমোদনের আগে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন যে, পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুর্নগঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় না থেকে বরং প্রকল্পের অনুমোদিত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা এবং আরডিপিপিতে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক কাজসমূহ এগিয়ে রাখার জন্য সভায় প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পে কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) যথাযথভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষের দিকে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, বন্দি স্থানান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির স্বার্থে কারাবন্দিদের সতর্কতার সাথে অন্যত্র স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও জ্যামার ক্রয় করা যাবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, পূর্ববর্তী টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই নতুন টেন্ডার আহবান করা হবে। কারা মহাপরিদর্শক বলেন, মোবাইল জ্যামার স্পেসিফিকেশনের জন্য দুই জন টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞের সহায়তা দরকার। তাই স্পেসিফিকেশন টিমের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, উক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিনিধির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক পিপিআর অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) জ্যামার ক্রয়সহ প্রকল্পের কাজসমূহ সম্পন্ন করতে হবে এবং জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প ঃঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ এ, বি ও সি জোনের মধ্যে জোন বি এর কাজ শুরু হয়েছে এবং অন্যান্য জোনের বাস্তব কার্যক্রম শুরু করার জন্য মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, জানুয়ারির ২০২২ এর মধ্যে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে এবং ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে কাজ শুরু করা যাবে। সেনাবাহিনীর প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, সর্বশেষ পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। সভাপতি আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে work plan অনুযায়ী প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ হবে।

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটির একটি প্যাকেজের আওতায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা পিডব্লিউডি এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ১৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৭টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অস্থায়ী স্থাপনা করে কারাবন্দিদের স্থানান্তর করে বাকী কাজ করা যাবে। তিনি আরো বলেন, গণপূর্ত বিভাগ নতুন করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা দিয়েছেন। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের প্রতিটি অংগের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের মেয়াদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বছর বৃদ্ধির জন্য আইএমইডির সুপারিশের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। আইএমইডি হতে প্রকল্পটি এক বছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে প্রত্যয়নপত্র চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান বন্দীদের রেখে নির্মাণকাজ করতে হবে বিধায় অধিক সময়ের প্রয়োজন এবং প্রকল্পটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমপক্ষে তিন বছর প্রয়োজন বলে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান। আইএমইডি'র প্রতিনিধি প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রতিটি অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(খ) প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবসম্মত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের গ্যাংচার্ট করা আছে। প্রকল্পের work plan অনুযায়ী বাস্তবভিত্তিক কাজ চলমান রয়েছে। তিনি জানান, এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয় বলেন, প্রকল্পের চাহিদা Identify করে বরাদ্দের উপযোজন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) পূর্ত কাজের সাথে সমন্বয় করে ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে;

(ঘ) অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে যথাসময়ে দ্রুততার সাথেরউপযোজন প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭টি পূর্ত কাজ। পূর্ত কাজের ২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো জানান, ১৭টি ভবনের মধ্যে ২টির নকশা পাওয়া গেছে। সভাপতি বলেন, গণপূর্ত এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম তদারকির নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) দ্রুততার সঙ্গে প্যাকেজগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তা তদারকি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২২ প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অগ্রগতি
১.	রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	আইজি প্রিজন সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির মাস্টারপ্লান অনুমোদন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হবে।
২.	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাস্টারপ্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	আইজি প্রিজন সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হবে।
৪.	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	আইজি প্রিজন সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৫.	এ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২২) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	আইজি প্রিজন সভাকে জানান যে, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
৬.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	আইজি প্রিজন সভাকে জানান যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পটির যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্ঠনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) করা হয়েছে, যা যাচাই-বাছাই চলছে।

৯। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৭.২১.১০

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪২৮
১৮ জানুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৮) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ

৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১২) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৪) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৫) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৭) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

২১) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

২২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

২৩) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২৪) যুগ্মসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৬) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব